ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৪০১

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর,২০২৩

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ২১তম পর্ব
শতরূপা-মৌসুমীদের চিকিৎসায় সহায়তা করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ২১তম পর্বে আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রত্যাশী মানুষ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অন্যান্য দিনের মতো আজও দীর্ঘক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জনগণের অভাব, অভিযোগ ও নানাবিধ সমস্যার কথা শুনেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের সমস্যার কথা শুনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন।

কমলপুর মানিকভান্ডারের বাসিন্দা দিনমজুর রানু ধর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ক্যান্সার আক্রান্ত তার কন্যা শতরূপা ধরের চিকিৎসা করাতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। শতরূপা বর্তমানে আগরতলার ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শিবনগরের বাসিন্দা উত্তম সাহা ক্যান্সার আক্রান্ত তার স্ত্রী মৌসুমী সাহার চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী শতরূপা ধর ও মৌসুমী সাহার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে আগরতলার ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে নির্দেশ দেন। কমলপুরের অনিমা চক্রবর্তীর স্বামী বাড়ির উঠোনে পড়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন স্বামীর চিকিৎসায় সাহায্যের জন্য। ঊনকোটি জেলার ফুলবাড়ির বাসিন্দা সোফিয়া বেগম এসেছিলেন তার ছেলে রাহুল আহমেদের চোখের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য। তেমনি আগরতলার গাঙ্গাইল রোডের বাসিন্দা রামপদ সূত্রধর কিডনিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত তার ছেলের চিকিৎসার সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সবার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। সাব্রুমের পার্থজিৎ চক্রবর্তী ক্যান্সার আক্রান্ত তার বাবার চিকিৎসায় সহায়তার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসায় সহায়তার জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ জগন্নাথবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিদিশা দাস মজুমদার তার স্বামীর চিকিৎসায় সহায়তার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। স্বামী সুদীপ মজুমদার লিভার সিরোসিস ও অন্যান্য সমস্যায় ভুগছেন। স্বামীর শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় কলকাতার আমরি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২-এর পাতায়

চিকিৎসকরা তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হিসাবে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের পরামর্শ দেন। যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিদিশা দাস মজুমদারের সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষনাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সহায়তার আশ্বাস দেন। মজলিশপুরের জয়নগর পঞ্চায়েত এলাকার কৃষিজীবী সায়ন রুদ্রপাল কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত ছেলে বিশ্বজিৎ রুদ্রপালের চিকিৎসা, সিপাহীজলা জেলার পশ্চিম ভবানীপুরের বাসিন্দা সুবল চক্রবর্তী তার কিডনিজনিত রোগের চিকিৎসা এবং বণিক্য চৌমুহনী এলাকার চিরঞ্জিত দেবনাথ তার ছোট ভাইয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের প্রত্যেকেই পেয়েছেন চিকিৎসা পরিষেবায় সাহায্যের আশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, আগরতলা অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শিরুমণি দেববর্মা, চিকিৎসক ডা. সুজিত কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন।

*****